ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২৬২৮
আগরতলা, ১৫ অক্টোবর, ২০১৮

নেশামুক্ত নারী নির্যাতন মুক্ত ত্রিপুরা গড়ে তুলতে ক্লাবগুলিকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে : মুখ্যমন্ত্রী

সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য প্রত্যেককেই নিষ্ঠা ও পারদর্শিতার সঙ্গে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে হবে। তবেই আগামী দিনগুলি সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরে উঠবে। আজ আগরতলার বিভিন্ন পূজা মন্ডপ পরিদর্শনকালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ক্লাবের পূজা মন্ডপের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, দুর্গোৎসবের দিনগুলিতে জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সবাই আনন্দে মেতে উঠেন। নিজেদের জীবনে সুখ-সমৃদ্ধির জন্য মায়ের আশীর্বাদ চান। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ব্যক্তির জীবনে সফলতা তখনই আসবে যখন তিনি পরিশ্রমী হন। নিজের কাজ দায়িত্ব নিয়ে করে থাকেন। প্রত্যেক ত্রিপুরাবাসী যদি নিষ্ঠা ও পারদর্শিতার সাথে নিজের দায়িত্ব পালন করেন তবেই নারী নির্যাতন মুক্ত, নেশামুক্ত, ভ্রষ্টাচার মুক্ত, দরিদ্র মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার স্বপ্ন পূরণ হবে। নিজেদের এলাকাকে নেশামুক্ত, নারী নির্যাতন মুক্ত করার জন্য ক্লাবগুলিকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে নেশামুক্ত, নারী নির্যাতন মুক্ত হয়ে বৈভবশালী ত্রিপুরা হিসেবে গড়ে উঠবে। তিনি বলেন, ত্রিপুরার উন্নয়নের জন্য সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করছে। স্বচ্ছ নিয়োগ নীতির মাধ্যমে যোগ্যরাই কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছে। তিনি বলেন, বৈভবশালী, সমৃদ্ধশালী, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার জন্য প্রত্যেককে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী মহাষষ্ঠীর পূর্ণ লগ্নে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানান এবং সকলের সুখ-সমৃদ্ধি কামনা করেন। এদিন, মুখ্যমন্ত্রী আগরতলা শহরের লালবাহাদুর ক্লাব, ভলকান ক্লাব, ব্লু লোটাস ক্লাব, শতদল সংঘ, তুষার সংঘ, এম বি বি ক্লাব, আজাদ হিন্দ ক্লাব, অঙ্গসঞ্চালনী ক্লাব, প্রান্তিক ক্লাব, ইয়ং কর্ণার ক্লাব, স্ফুলিঙ্গ ক্লাব, লোটাস ক্লাব, রামঠাকুর সংঘ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্লাবের পূজা মন্ডপ পরিদর্শন করেন। বিভিন্ন ক্লাবে মুখ্যমন্ত্রী ও তার সহধর্মিনীকে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে আপ্যায়ন করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন ক্লাবের পূজা মন্ডপ উদ্বোধন করার পাশাপাশি এলাকাবাসীর সঙ্গে মতবিনিময় করেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ক্লাবের উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ২৫ হাজার টাকা দান করা হয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ক্লাবের অনুষ্ঠান মঞ্চে কাঠিয়াবাবা মহারাজ সদানন্দ দাসও উপস্থিত ছিলেন।

*****